গ্রাম- সমাজ বা সম্প্রদায় -এর পরিবর্তন (Change in Village-Community)

ইংরেজ প্রশাসক চার্লস মেটকাফ ভারতবর্ষের গ্রাম সম্প্রদায় বা গ্রামসমাজগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাঁর মতে, যেখানে কোনো কিছুই টিকে থাকেনা, সেখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম নিজের জোরে টিকে গেছে। একের পর এক রাজবংশ এসেছে এবং লোপ পেয়েছে, এক বিপ্লবের পর এসেছে আর এক বিপ্লব, হিন্দু, পাঠান, মোগল, মারাঠা, শিখ, ইংরেজ সবাই ক্রমান্বয়ে শাসন করেছে, কিন্তু গ্রাম সমাজ মূলত একই রকম থেকে গেছে।

মেটকাফ ছাড়াও সেই সময়কার অনেক উপনিবেশবাদী সমাজবিদ এক 'স্থবির ও পরিবর্তনহীন' গ্রাম সমাজের চিত্র উপস্থাপন করলেও অনেকেই তা মেনে নেননা। গ্রাম সমাজের এই ধরনের উপস্থাপন তাঁদের কাছে অতিরঞ্জিত। বস্তুত, গ্রাম সম্প্রদায় এর পরিবর্তনের গতি ছিল খুবই মন্থর। গতানুগতিক কৃষি ও গ্রামীন শিল্পের ঐক্য এবং গ্রামীন মানুষের রক্ষণাশীলতা পরিবর্তনের গতি মন্থর করতে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু, পরিবর্তনশীলতার অমোঘ নিয়ম এই গ্রাম সমাজগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। সমাজ সতত পরিবর্তনশীল। গতি মন্থর হলেও সনাতন গ্রাম সমাজেও পরিবর্তন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল ছিল। ব্রিটিশ আমল থেকে ভারতবর্ষের গ্রাম সম্প্রদায় গুলির পরিবর্তন তুলনামূলক ভাবে গতি লাভ করে—

(১) সমষ্টিগত মানসিকতার ক্ষেত্রে পরিবর্তন— গ্রামমুখী উৎপাদনব্যবস্থা থেকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অন্তর্গত হয়ে বাজারমুখী উৎপাদনব্যবস্থা গ্রাম সমাজের সমষ্টিগত মানসিকতায় চিড় ধরায়। তাদের মধ্যেকার 'আমরা-বোধ' দুর্বল হয়ে পড়ে। বাজার কেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় যুক্ত হয়ে সামাজিক স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ বেশি গুরুত্ব-লাভ করতে থাকে। ঔপনিবেশিক শাসকদের 'বিভাজন এবং শাসন'-এর নীতি গ্রামের যৌথ কর্মোদ্যগেও ভাব সৃষ্টি করে। গ্রাম পরিচিতি'র পরিবর্তে জাত-ধর্ম- পরিচিতি বেশি গুরুত্ব লাভ করতে থাকে।

(২) গ্রামীন স্বয়ংসম্পূর্নতা হ্রাস— ঔপনিবেশিক কাল থেকেই গ্রাম ভারতের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের ফলে কৃষি ও শিল্পের পরম্পরাগত পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিনষ্ট হয়ে যায়। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে ভিত্তি করেই গ্রামের কৃষক, তাঁতি, কামার, কুমোর, কারিগররা ন্যূনতম পর্যায়ের হলেও তাদের অর্থ-সামাজিক স্বনির্ভরতা গড়ে তুলেছিল। এছাড়াও বন্দর, রেলপথ, রাস্তাঘাট, সেতু ইত্যাদি তৈরি হওয়ায় গ্রামগুলির মধ্যে যোগাযোগ অনেক বৃদ্ধি পায়। এসবেরই মিলিত ফল হিসেবে

(৬) ধর্ম-ব্যবস্থায় পরিবর্তন— সনাতন গ্রাম-ভারতে জনসমাজের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের
াম হিসেবে ধর্মের প্রভূত গুরুত্ব ছিল। সেই সময় কর্তৃত্বমূলক ধর্মীয় অনুশাসনের একচ্ছত্র
ধিপত্য ছিল। পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন গ্রামীন ধর্মীয়ব্যবস্থাতেও
াব ফেলতে শুরু করে। পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শাসনের 'বিভাজন ও শাসনের' নীতি
ীয় বিভাজনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ধর্মীয় সমন্বয়বাদের ধারার ঐতিহ্য থেকে
রতের গ্রামগুলিতে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদের উন্মেষ হতে
খা যায়।

আবার অন্যদিকে, ভারতের গ্রামগুলিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যার মানুষের মানসিকতায়
রনীতিক গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিকাশও ঘটতে দেখা যায়। যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃত্বের
ব ঘটে এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে রাষ্ট্রব্যবস্থার
র্তৃত্ব কায়েম হতে থাকে। ধর্মীয় বিধিব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের গুরুত্ব ক্রমেই
শি গুরুত্ব লাভ করতে থাকে। তবে ভারতের গ্রামীন জন মানসে ধর্মীয় বিধিব্যবস্থার কর্তৃত্ব
খনো যথেষ্ট মাত্রায় শক্তিশালী রয়েছে।

(৭) শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিবর্তন— গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ পরম্পরাগত ভাবে জাত-পেশায়
শিক্ষিত হতো। এদের প্রথাগত শিক্ষার প্রয়োজন হতো না। সনাতন গ্রাম সমাজে শিক্ষাব্যবস্থার
কটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল এর গঠন প্রকৃতি ও রূপান্তরের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক
ভাবের চেয়ে ধর্মীয় প্রভাব অনেক বেশি কার্যকর ছিল। শিক্ষা ধর্মপ্রসারের মাধ্যম হিসেবেই
বেচিত হতো। প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুসমাজে শিক্ষাদান উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।
ীন জনসমষ্টির প্রায় সবাই নিরক্ষর ছিল। মধ্যযুগের থেকেই ভারতবর্ষের মুসলিম অধ্যুষিত
মগুলিতে মক্তব ও মাদ্রাসা-এই দুই ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তবে তৎকালীন
মগুলিতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জনসমাজের এক অতি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই শিক্ষা সীমাবদ্ধ
ল। ব্রিটিশভারতে মেকলের মতকে গ্রহণ করে ঔপনিবেশিক স্বার্থে ভারতের শিক্ষা নীতিতে
রিবর্তন আনা হয়। পরবর্তী কালে স্বাধীন ভারতবর্ষে সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের
ক্ষ্যে প্রথাবদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সাথে সাথে গ্রামীন ব্যবহারিক সাক্ষরতা প্রকল্প
Rural Functional Literacy programme) চালু করা হয়। গ্রামের মানুষের
রক্ষরতা দূরীকরণ ও মানব সম্পদের বিকাশই হলো এই শিক্ষানীতির ঘোষিত লক্ষ্য। বর্তমানে
ক্ষালাভ মানুষের মৌলিক অধিকার। ভারতবর্ষের গ্রামগুলিতে আধুনিক ও প্রয়োজন-ভিত্তিক
ক্ষার প্রসারের জন্য সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

উপসংহার—

ভারতবর্ষের গ্রামগুলির সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে
কে ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের এক সমন্বিত রূপ হিসেবে বর্ণনা করা যায়— ধারাবাহিকতার
থা বলতে গিয়ে অনেক সমাজবিজ্ঞানী গ্রামকে একটি জীবনধারা (Rural way of
ife) হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রামকে তাঁরা এক্ষেত্রে একটি একক এবং সমগ্র হিসেবে

ধারণা করেছেন। প্রত্যেক গ্রামের নিজস্ব পরম্পরা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি আছে। এই কারণে অনেকেই গ্রামকে একটা পৃথক একক হিসেবে গণ্য করেন। এরই ফলে গ্রামীন জীবনে ধর্ম, লোকাচার, লোকনীতি, প্রথার প্রভাব বেশি যা গতানুগতিকতাকে প্রাধান্য দেয়। এই কারণেই গ্রামসমাজে পরিবর্তনের গতি অতি মন্থর। গ্রামের মানুষ পরিবর্তনের প্রতি তুলনায় উদাসীন থাকে। গ্রামীন জীবনধারার (Rural way of life) সঙ্গে শহুরে জীবনধারার (Urban way of life) সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধগত পার্থক্য স্পষ্ট। গ্রামীন ও নগরীয় জীবনধারার মধ্যেকার এই পার্থক্যই গ্রামীন জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।

তবে, পরিশেষে একথা বলা যায় পশ্চিমীকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রযুক্তির প্রভাব কম মাত্রায় হলেও ভারতবর্ষের পরম্পরাগত গ্রামীন সমাজ কাঠামোতে অনেক পরিবর্তন এনেছে। গ্রামীন জীবনের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদিতেও পরিবর্তনের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে বাণিজ্যিক কৃষি, প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প, উদারনৈতিক অর্থনীতি, গণতান্ত্রিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, পরিকল্পিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার, নিকট শহরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, ইত্যাদি নানাবিধ কারনে গ্রামজীবনে ধারাবাহিকতার পাশাপাশি পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ছাপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। যা গ্রামসমাজের সামাগ্রিক জীবনে পরিবর্তন বয়ে আনে।

(৩) সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি— জাতপ্রথা অনুসারে গ্রাম সমাজের সদস্যদের বৃত্তি বা পেশা জন্মসূত্রেই আরোপিত হতো। প্রাকৃতিক আইনের অপ্রতিরোধ্য কর্তৃত্বের ফলে বৃত্তি বংশগত হয়ে উঠেছিল। এর অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল অপরিবর্তনশীল বাজার; ফলে প্রাক ঔপনিবেশিক কালে ভারতের গ্রাম গুলিতে সামাজিক সচলতার একান্তই অভাব ছিল। গ্রাম সমাজগুলি ছিল অনেকাংশেই নিশ্চল ও 'বন্ধ'। গ্রাম সমাজগুলি এই গতিহীনতার কারনে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল এবং নিজ কক্ষপথে আপনগতিতে আবর্তিত হতো। ব্রিটিশ যুগ থেকেই ভারতের গ্রাম সমাজে কিছুটা হলেও সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি পায়। কৃষির বানিজ্যিকীকরণ, বাজারমুখী উৎপাদন, যোগাযোগ বৃদ্ধি, ইত্যাদি কারনে বন্ধ (closed) গ্রাম সমাজ ধীরে ধীরে মুক্ত (open) হতে শুরু করে। আরোপিত (ascribed) সমাজব্যবস্থা অর্জিত (achieved) সমাজে রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়। গ্রামের জাতগুলির মধ্যে সামান্য হলেও উল্লম্বী সচলতার সূত্রপাত হয়।

(৪) যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় ভাঙ্গন— ভারতবর্ষের সনাতন গ্রাম সমাজে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল যৌথ পরিবার ব্যবস্থা। কিন্তু সেই ব্যবস্থায় ক্রমশই অবক্ষয় দেখা দেয়। গতানুগতিক কৃষি ও শিল্পের ঐক্যে ভাঙ্গন, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, গ্রাম ভিত্তিক আঞ্চলিক কৃষি থেকে বাজারমুখী জাতীয় কৃষি অর্থনীতিতে রূপান্তর, নগরায়ন, সামাজিক সচলতা ইত্যাদি যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরায়। গ্রাম সমাজে পিতৃতান্ত্রিক যৌথ পরিবারগুলির ক্ষমতা কাঠামোতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। একনায়কতান্ত্রিক (অথরিটারিয়ান) যৌথ পরিবারগুলির অনুশাসন এখন অনেক দুর্বল। এর জায়গায় ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক একক পরিবারগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৫) জাতির ভূমিকায় পরিবর্তন— সনাতন গ্রাম সমাজের মূল ভিত্তি ছিল জাতিব্যবস্থা (caste system)। সনাতন স্তরবিন্যস্ত গ্রামসমাজে মানুষের মর্যাদা, বৃত্তি বা পেশা সবই জাতি হিসেবে আরোপিত বা জন্মসূত্রেই নির্ধারিত হয়ে যেত। ভারতের গ্রামগুলিতে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত জাতি ব্যবস্থায় নানা দিক থেকে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। অধ্যাপক এস. সি. দুবের মতে, এই ব্যবস্থা টিকে থাকার ও নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়েছে। এ পর্যন্ত যত আঘাত এসেছে জাতিব্যবস্থা তা সামলে নিয়েছে এবং কালের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর উপযুক্ত করে তুলেছে। যেমন, ছোঁয়াছুয়ির বাধা নিষেধ এখন অনেকটাই শিথিল হয়েছে। পংক্তিভোজন এবং জাতপেশা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা এখন অনেক কম। অন্তর্গোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের লোকনীতি এখন আগের মতো কঠোর নয়। অন্যদিকে, রাজনীতির প্রেক্ষাপটে জাতি ব্যবস্থা ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। জাতি পরিষদের (caste council) ক্ষমতা ও প্রভাবেও পরিবর্তন দেখা গেছে।